ইউনিট ১

পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষের সভ্য জীবনযাপনের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সমাজ, গোষ্ঠী, উপজাতি, জাতি ও নগররাষ্ট্রের। কালক্রমে নগররাষ্ট্রগুলো বিস্তার লাভ করে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পৌরনীতির আলোচনার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : পৌরনীতির সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা।
পাঠ-২ : পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক।

পাঠ-১ ঃ পৌরনীতির সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পৌরনীতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- পৌরনীতির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি কেন পাঠ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পৌরনীতির সংজ্ঞা

পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ সিভিক্স (Civics) ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) ও সিভিটাস (Civitas) থেকে এসেছে। এদের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক (Citizen) ও নগররাষ্ট্র (City State)। প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবন আবর্তিত হত। তাই, পৌরনীতি বলতে সেই শাস্ত্রকে বোঝায় যা নাগরিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ই. এম. হোয়াইট (E.M.White) বলেন, "নাগরিকতার সাথে জড়িত সব প্রশ্ন নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে পৌরনীতি বলে।" তিনি আরও বলেন, "পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতার সঙ্গে জড়িত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।"

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এফ. আই. গাউড (F. I. Glaud) বলেন, "মানুষ যে সব প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস ও কার্যাবলির দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, সে সব প্রতিষ্ঠান অভ্যাস ও কার্যাবলি নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।" ড. বেনি প্রসাদ (Dr. Beni Prasad) পৌরনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও রক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণে জ্ঞানের যে শাখা ভূমিকা পালন করে, তাই পৌরনীতি।"

অতএব নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে যে শাস্ত্র আদর্শ নাগরিকতা এবং উন্নত ও অগ্রসর নাগরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে তাকে পৌরনীতি বলে।

পৌরনীতির অর্থ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক হিসেবে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপই পৌরনীতির বিষয়বস্তু। ব্যাপক অর্থে, নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। আর সংকীর্ণ অর্থে, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করাই পৌরনীতির মূল লক্ষ্য। কালক্রমে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পৌরনীতি নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র ও সরকার শুধু শাসনই করে না, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন যুগে মানুষের জীবন ও পরিবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষের জীবন পরিবার, রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপলাভ করেছে। কাজেই বর্তমান যুগে পৌরনীতি রাষ্ট্রের নাগরিক, নাগরিকতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

পৌরনীতির বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়, পরিধি

আধুনিক যুগে পৌরনীতিকে রাষ্ট্রের নাগরিক, নাগরিকতা, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রূপ ও কার্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা নাগরিক হিসেবে মানুষের জীবন যতদূর বিস্তৃত পৌরনীতির বিষয়বস্তুও ততদূর প্রসারিত ।

নিম্নে পৌরনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা করা হল :

- **নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য :** নাগরিকগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত যে সব অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্র ও সামাজের প্রতি নাগরিকদের যে কর্তব্যবোধ তা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে পৌরনীতি ।
- **সামাজিক ও রাজনৈতিক মৌলিক প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে ধারণা :** বর্তমান যুগে নাগরিকের কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র রাজনৈতিক কার্যাবলির মধ্যেই সীমিত নয়, বরং নাগরিক জীবনের সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্ম্পকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দান করে ।
- **সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা :** যে কোনো নাগরিক স্থানীয় এলাকার সদস্য হিসেবে কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা যেমন ভোগ করে তেমনি আবার কর্তব্য পালন করে । কর্তব্য পালনরত যে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কাজ-কর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে ।
- **নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় :** নাগরিক জীবন কেবল স্থানীয় সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত নয়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উন্মুখ । এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্বাসী একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ান এবং এই জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষা করেন ।
- **নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ :** অতীত কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে অতীতের সাথে বর্তমানের তুলনা করে, ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে । এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ই. এম. হোয়াইট বলেন, পৌরনীতি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের সেই মূল্যবোধগত শাখা, যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় , জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতার ব্যাপক আলোচনায় মুখর ।

অতএব, বিশ্বের দরবারে নাগরিক জীবনের পরিচিতি প্রদানের আলোচনাও পৌরনীতির বিষয়বস্তু । জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌরনীতির বিষয়বস্তু বিস্তৃত ।

পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পৌরনীতি পাঠ ছাড়া কেউ নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ অবগত হতে পারে না । দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হলে পৌরনীতি অধ্যয়ন করা অবশ্যই কর্তব্য । নিম্নে পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হল :

- **অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ :** পৌারনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে । পাশাপাশি এ সব অধিকার ভোগের মধ্যে কী কী কর্তব্য পালন করতে হবে সে সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে ।
- **উত্তম নাগরিকতা অর্জন :** আদর্শ নাগরিক রাষ্ট্রের মূলধন । জনগণকে সচেতন ও উত্তম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে পৌরনীতি শিক্ষার বিকল্প নেই । আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে হবে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল (Aristotle) বলেছেন, "সব ভালো মানুষ ভালো নাগরিক নয় কিন্তু সব ভালো নাগরিকই ভালো মানুষ ।" সুতরাং ভালো নাগরিক গড়ার জন্য পৌরনীতি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য ।
- **মৌলিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন :** রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে অংশগ্রহণ করা যায় না । রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নাগরিকগণ অংশগ্রহণের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে ।
- **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ :** পৌরনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার শিক্ষালাভ করে । গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর । গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সচেতন থাকা উচিত ।
- **স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নাগরিকতার শিক্ষালাভ :** একজন নাগরিক শুধু তার পরিবারের সদস্যই নয়, সে বিশ্ব পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থারও সদস্য । কাজেই একজন নাগরিক যদি দায়িত্বশীল ভূমিকা

পালন করতে পারে তবে তার ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানীয় সংস্থা থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র ও বিশ্বকে গড়ে তোলে। কাজেই বিশ্ব গঠনের প্রক্রিয়া পৌরনীতি শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

- **উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষাদান :** পৌরনীতি সংকীর্ণ মনোভাব দূরীভূত করে উদার মনোভাব পোষণের শিক্ষাদান করে।

অতএব, উত্তম জীবন যাপনের জন্য পৌরনীতি পাঠ করা কর্তব্য। তাই বার্নাডস বলেন, "পৌরনীতির শিক্ষাই সভ্যতার একমাত্র রক্ষকবচ।"

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান । এই শাস্ত্র নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকরা সুনাগরিকতার গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হয়। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে তারা দেশরক্ষা ও দেশের সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার শিক্ষা অর্জন করে। জাতীয় দায়িত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে নাগরিকদের জন্য পৌরনীতি পাঠ জরুরি ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরনীতি কী বিষয়ক বিজ্ঞান?

(ক) সমাজ বিষয়ক (খ) নাগরিকতা বিষয়ক

(গ) ধর্ম বিষয়ক (ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক

২। Civis ও Civitas শব্দ দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

(ক) গ্রিক (খ) ল্যাটিন

(গ) ইংরেজি (ঘ) আরবি

৩। পৌরনীতি অধ্যয়ন করলে নাগরিকবৃন্দ কী কী গুণাবলি অর্জন করতে পারে?

(ক) সুশিক্ষা (খ) কর্তব্য নিষ্ঠা

(গ) সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) উপরোক্ত সবক'টি

৪। নাগরিকতার সাথে জড়িত সব প্রশ্ন নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে পৌরনীতি বলে। উক্তিটি কার?

(ক) এরিস্টটল (খ) ই. এম. হোয়াইট

(গ) এফ. আই. গাউড (ঘ) ম্যাকাইভার

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। পৌরনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

২। পৌরনীতি বলতে কী বোঝ? পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (খ) ৩। (ঘ), ৪। (খ)।

পাঠ-২: পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- পৌরনীতির সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক লিখতে পারবেন।

(ক) পৌরনীতি ও ইতিহাস

ইতিহাস মানব জাতির জীবনব্যবস্থার দর্পণ। কেননা নাগরিকতার অতীত দিকগুলো ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকে। পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **পৌরনীতি ইতিহাসের দ্বারা জাগ্রত :** পৌরনীতি ইতিহাসের পাতা থেকে রাজা বাদশাদের শাসন সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে লর্ড এ্যাকটন (Lord Acton) বলেন, "ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকা রাশির মধ্যে স্বর্ণরেনুর মত রাজনীতি বিজ্ঞান সঞ্চিত হয়ে উঠেছে।"
- **পৌরনীতির আলোচনা ইতিহাস দ্বারা পরিপূর্ণ :** অতীতের তথ্য সংগ্রহ করে পৌরনীতি ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে। অগাস্ট কোঁতে বলেন, "জীবিতরা মৃতদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি পরিচালিত।"
- **ইতিহাস পৌরনীতি দ্বারা সমৃদ্ধ :** চলমান ঘটনাবলি দ্বারা ইতিহাস সৃষ্ট হয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস অতীতের পৌরনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধ্যাপক সিলি (Selly) বলেন, "ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি নেই, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের কোনো মূল্য নেই।"

পৌরনীতি ও ইতিহাসের পার্থক্য আছে। নিম্নে পৌরনীতি ও ইতিহাসের পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

- ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাপক কিন্তু পৌরনীতির বিষয়বস্তু সংকীর্ণ।
- ইতিহাস অতীত নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু পৌরনীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে।
- ইতিহাস মানুষের সব দিক নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু পৌরনীতি মানুষের নাগরিক জীবন বিষয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক পরস্পরের পরিধি দ্বারা আবদ্ধ।

(খ) পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক

পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুনাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন এর উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদান করাই অর্থনীতির উদ্দেশ্য। পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **উভয়ের উদ্দেশ্য একই :** মানবকল্যাণ সাধন করা উভয় বিষয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সুনাগরিক অর্থনীতি শিক্ষার মাধ্যমে অসীম অভাবকে সসীম সম্পদ দ্বারা পূরণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে প্রয়াসী হয়।
- **পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা :** অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যতীত রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণতা আসে না। আবার রাজনৈতিক জ্ঞান ছাড়া অর্থনৈতিক জীবন বিকশিত হয় না।
- **সমন্বয় সাধন :** নাগরিকদের অধিকারগুলো অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। তাই ম্যাকাইভার বলেন, "সব শাসন পদ্ধতি তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে, একটিকে পরিবর্তন করলে অপরটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়।"
- **ইতিহাসের স্রোতধারা :** জমিদারি প্রথার ফলে সৃষ্টি হয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, শিল্প বিপ্লবের ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, মালিক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক বৈষম্যই সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে–

- পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক সব দিক আলোচনা করে, অর্থনীতি মানবজীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করে।
- পৌরনীতির অনুশীলন পদ্ধতি ঐতিহাসিক, অর্থনীতির অনুশীলন পদ্ধতি গাণিতিক।
- পৌরনীতির বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট কিন্তু অর্থনীতির বিষয়বস্তু জাগতিক।
- পৌরনীতি নাগরিককে প্রাধান্য দেয়, অর্থনীতি অর্থকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

(গ) পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান : পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা পৌরনীতি সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা করে। আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল :** পৌরনীতির মূল বিষয়বস্তু হল নাগরিক। সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে পৌরনীতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অতীত দিকগুলো পরিবর্তনের ফসল হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ফলে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া পৌরনীতির আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করে না।
- **পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের অংশ :** পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের সামগ্রিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- **সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতির দ্বারা প্রভাবিত :** পৌরনীতিকে সমাজবিজ্ঞান থেকে পৃথক করা যায় না। সামাজিক পরিবেশ দ্বারা রাজনৈতিক পরিবেশ বিকশিত ও প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে সমাজকেই বোঝায় আর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা সামাজিক পরিবেশের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। তাই গিডিংস ও মরগ্যান (Giddings and Morgan) বলেন, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আলোচনা করা সম্ভব নয়।" সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত।

পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও পার্থক্য যথেষ্ট রয়েছে। তা নিম্ন আলোচনা করা হলো :

- পৌরনীতির পরিধি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক।
- পৌরনীতি নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের সঙ্গে জড়িত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

- পৌরনীতি মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসেবে ব্যাখ্যা করে আর সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবে পরিণত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করে ।

(ঘ) পৌরনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান । পৌরনীতির বিষয়গুলো নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত । অন্যদিকে মানুষের আচার-আচরণের, ভাল-মন্দের আলোচনাই হল নীতিশাস্ত্র । উভয় বিষয় সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডকে সমর্থন করে । পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন** : সর্বজন স্বীকৃত নৈতিক আদর্শই রাষ্ট্রীয় সংগঠনের আইনে পরিণত হয় । দেশের প্রচলিত আইন নৈতিকতা বিরোধী হলে তা অকেজো হয়ে যায় । কেননা কোনো রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের নৈতিক মানদণ্ডের বিরোধী হলে তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের আশঙ্কা থাকে । তাই প্লেটো (Plato) তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছেন, "শাসক যদি ন্যায়বান হন তাহলে আইন নিস্প্রয়োজন আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক ।"
- **পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর পরিপূরক** : পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল আদর্শ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করা । নীতিশাস্ত্র যেমন চিন্তার বিশুদ্ধ ও আচরণের পবিত্রতা বিচার করে তেমনি পৌরনীতি মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের বিশ্লেষণ করে ন্যায়পথে চলার প্রেরণা যোগায় । নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করার জন্য নীতিশাস্ত্র ভালো কিছু গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে উন্নত নাগরিক সৃষ্টি করার শিক্ষা দিয়ে থাকে । কারণ সামাজিক জীবনে বুদ্ধি, বিবেক, আত্মসংযম লোপ পেলে অন্যায় ও দুঃশাসনে দেশ ভরে যাবে ।

পৌরনীতি ও নীতি শাস্ত্রের গভীর মিল থাকলেও পার্থক্য রয়েছে । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

- পৌরনীতি মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে আর নীতিশাস্ত্র বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে ।
- পৌরনীতির পরিধি সংকীর্ণ কিন্তু নীতিশাস্ত্রের পরিধি ব্যাপক ।
- পৌরনীতি মানুষকে রাজনৈতিক জীব ও নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করে ।
- পৌরনীতির নীতিসমূহ মান্য করা বাধ্যতামূলক কিন্তু নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অবশ্যই পালনীয় নয় ।

তবে উভয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দুই শাস্ত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ।

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস মানুষের অতীতের সামগ্রিক জীবন দর্পণ । আর পৌরনীতি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষকে বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের সহায়তায় । পৌরনীতি একজন নাগরিককে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের পথ নির্দেশনা দেয় । আর অর্থনীতি নাগরিককে আয়-ব্যয়ের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে উন্নত জীবন যাপনে সহায়তা করে ।

পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র । সমাজবিজ্ঞান সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে বিশ্লেষণ করে । কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত মানুষের পূর্ণতা লাভ হয় না ।

পৌরনীতি আলোচনা করে মানুষের বাহ্যিক দিক আর নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে মানুষের নৈতিক দিক । তবে উভয় শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য মানুষকে ন্যায়নীতি ভিত্তিক সামাজিক জীবনের দিক নির্দেশনা দেয়া ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইতিহাস কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

(ক) রাষ্ট্র ও নাগরিক (খ) নাগরিকদের ভবিষ্যৎ

(গ) মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড (ঘ) মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

২। পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয়েই কোন বিজ্ঞানের অংশ?

(ক) সামাজিক বিজ্ঞান (খ) জীববিজ্ঞান

(গ) সমরবিজ্ঞান (ঘ) উপরের সবকটি

৩। এরিস্টটল মানুষের সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন?

(ক) মানুষ সামাজিক জীব (খ) মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব

(গ) মানুষ রাজনৈতিক জীব (ঘ) মানুষ অর্থনৈতিক জীব

৪। নীতিশাস্ত্রের মূল বিষয় কী?

(ক) অর্থনৈতিক বিষয় (খ) রাজনৈতিক বিষয়

(গ) সামাজিক বিষয় (ঘ) মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিষয়

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতির সাথে ইতিহাস ও অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। পৌরনীতির সাথে সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (ঘ)।